ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ১৯তম সংখ্যা — ৩০ আশ্বিন ১৪২৩, ১৫ অক্টোবর ২০১৬

আজ ১৫ অক্টোবর ঢাবি শোক দিবস

আজ ১৫ অক্টোবর ২০১৬ ভাবগম্ভীর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক দিবস পালিত হবে। এ উপলক্ষে গত ৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে শোক দিবসের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সভায় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন ও বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শোক দিবস পালনের লক্ষ্যে সভায় যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তা হলো: সকাল ৬:০০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ; সকাল ৭:৩০টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শোক মিছিল সহকারে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও নীরবতা পালন; সকাল ৮:০০টা থেকে ৯:০০টা পর্যন্ত অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে আলোচনা সভা, ৯:০০টা থেকে ১০:০০টা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা সভা, বাদ আছর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ সহ বিভিন্ন হলের মসজিদে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত, সকাল ১০:০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত জগন্নাথ হল প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন, সকালে জগন্নাথ হল প্রাঙ্গনে রক্তদান কর্মসূচি। শোক দিবসের কর্মসুচীর অংশ হিসেবে সন্ধ্যা ৬:৩০টায় জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান, শোক সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়াও, শোক দিবস উপলক্ষে 'অক্টোবর স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট'-এর আয়োজন করা হয়েছে, যা ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যে সকল ছাত্র, কর্মচারী ও অতিথি নিহত হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়।

গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ ঢাবি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সম্মেলন কক্ষে প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচী ও অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি। ছবিতে শিল্পমন্ত্রীকে উপাচার্য কর্তৃক ক্রেস্ট প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচী ও অফিস উদ্বোধন

প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান আরও বৃদ্ধি পাবে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচী ও অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মসূচী ও অফিস উদ্বোধন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় এই কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তা মো: মোখলেছুর রহমান, এফবিসিসিআই'র সভাপতি আব্দুল মাতলুব আহমাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এসময় ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি দেশে কারিগরি ও জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষার আরও সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার জীবনযাপন করছেন। অথচ দেশের কারিগরি খাতে অনেক পদ শূণ্য রয়েছে। এসব পদ পূরণে বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে শুধু উচ্চশিক্ষার পেছনে না ছুটে তিনি কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কর্মমুখী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে তরুণ ও সৃজনশীল উদ্যোক্তা গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে শিল্প উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘাতকরা তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে কাজ করে চলেছেন এবং শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, অর্থনীতি,

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

জগন্নাথ হলে দুর্গোৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল সর্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির উদ্যোগে হলে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হয়। 'শারদীয় দুর্গোৎসব বয়ে আনুক শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ দেবীর বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দুর্গোৎসব। গত ১১ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিকতা চলে। এবারও ভিন্ন আঙ্গিকে পূজার আয়োজন করে হল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীরা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন। একইসাথে তিনি পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মারক' সংকলনের মোড়ক উন্মোচনও করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, সিন্ডিকেট সদস্য এডভোকেট এ এফ এম মেজবাহউদ্দিন প্রমুখ।

জগন্নাথ হল সর্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি'র সভাপতি ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, কমিটির আহ্বায়ক ও হলের আবাসিক শিক্ষক সন্তোষ কুমার দেব এবং সাধারণ সম্পাদক নিকুঞ্জ চন্দ্র রায় দুর্গোৎসব তত্ত্বাবধান করেন। এবারের দুর্গাপূজার কর্মসূচীর মধ্যে ছিল- ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ও ৭ অক্টোবর ২০১৬ শুক্রবার ষষ্ঠীপূজা, ৮ অক্টোবর সপ্তমী পূজা, ৯ অক্টোবর অষ্টমী পূজা এবং ১০ অক্টোবর নবমী পূজা। ১১ অক্টোবর বিজয়া দশমীর সমাপন ও দর্পণ বিসর্জন এবং সন্ধ্যায় শান্তিজল গ্রহণের মধ্য দিয়ে পূজার আনুষ্ঠিকতা শেষ হয়।

উল্লেখ্য, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। পূজা উদযাপন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী ক্যাম্পাসে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস

শিক্ষকদের মূল্যায়ন ছাড়া শিক্ষিত সমাজ গড়া সম্ভব নয় - উপাচার্য

'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উপলক্ষ্যে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে গত ৫ অক্টোবর ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'শিক্ষকের মূল্যায়ন, মর্যাদার উন্নয়ন'। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষক দিবস জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটির পৃষ্ঠপোষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহানসহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বাংলাদেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। এটাই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য। আর শিক্ষকরা মূল লক্ষ্য অর্জনের আসল শক্তি। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন বিশ্বমানের শিক্ষা জ্ঞান ও দক্ষতা। কিন্তু শুধু শিক্ষার জ্ঞানেই হবে না, নতুন প্রজন্মকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, মূল্যবোধসম্পন্ন ও দেশপ্রেমিক মানুষ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষকরা যাতে ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য আমরা শিক্ষকদের সহযোগিতা দিতে চাই। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষকদের বেতন ৬৩ শতাংশ বাড়ানোর কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষকরা সব থেকে মর্যাদার স্থানে আছেন। সবশেষে তিনি

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতীয় পরিবেশ অলিম্পিয়াড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের উদ্যোগে গত ১ অক্টোবর ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন অডিটোরিয়ামে জাতীয় পরিবেশ অলিম্পিয়াডের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ।

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. রইছ উল আলম মন্ডল, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাজমুন নাহার, বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক কে বি সাজ্জাদুর রশিদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, বঙ্গোপসাগরে যেখানে নদীগুলো মিশেছে সেখানে বাংলাদেশের সমান কিংবা তার চেয়েও বড় আরেকটি নতুন ভূখণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে। বড় বড় চর জেগেছে। এই নতুন ভূখণ্ডকে উদ্ধারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। এখন পরিবেশ রক্ষায় গোটা পৃথিবী একত্রিত হয়েছে। এই পৃথিবীকে, বাংলাদেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করতে সামান্যতম হলেও আমাদের অবদান রেখে যেতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তোমাদের জন্য একটি দেশ সৃষ্টি করে দিয়েছি। তোমরা সেই দেশের গর্বিত নাগরিক। আমাদের কাজ যেখানে শেষ সেখান থেকে তোমরা দেশকে আরো উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। পরে তিনি অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বলেন, 'এ পৃথিবীতে সব প্রাণীর বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই মানুষকে পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। দেশে যে পশু পাচার ও বন্যপ্রাণী পিটিয়ে মারার সংস্কৃতি রয়েছে তা দূর করতে হবে।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ 'গ' ইউনিট-এর অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন ও গ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

শিক্ষকদের মূল্যায়ন ছাড়া শিক্ষিত সমাজ গড়া সম্ভব নয় – উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)
২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করতে শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এদেশে শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্নেহের। দেশের অগ্রগতির মূল প্রাথমিক শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম এই প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেসময় তিনি এ মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, আজকের এই দিনটি বিশ্বের সকল শিক্ষকের জন্য সম্মানের দিন। দার্শনিক এ্যারিষ্টটল বলেছিলেন, একজন সন্তানের জন্মদাতা মাতা ও পিতা। কিন্তু তাদের চেয়ে সম্মানিত হচ্ছেন ওই শিক্ষক, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষকদের মূল্যায়ন ছাড়া সুশিক্ষিত সমাজ গড়া সম্ভব নয় মন্তব্য করে উপাচার্য বলেন, আমরা যদি শিক্ষকদের মূল্যায়ন না করি, শিক্ষকদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন না হই, তাহলে সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বলেন, আমাদের দেশে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। একটা এলিটদের জন্য আর অন্যটা মাতৃভাষায়। এটা বাংলাদেশের একটা বড় সমস্যা। শিক্ষার্থীরা আমাদের সম্পদ। তাদের নষ্ট করা আমাদের উচিত হবে না।

জাতীয় শিক্ষক ও কর্মচারি জোটের প্রধান সমন্বয়ক কাজী ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনেস্কোর ঢাকা প্রতিনিধি বিয়েট্রিস কালদুম, গণ-সাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহান, ড. মনজুর আহমেদ, নূরুল আলম ও জয়নাল আবেদিন চৌধুরীকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এর আগে দিবসটি পালন উপলক্ষে বিশ্ব শিক্ষক দিবস জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করে।

অধ্যাপক আহসানুল হকের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ অধ্যাপক ড. মো: আহসানুল হক গত ২ অক্টোবর ২০১৬ সেগুনবাগিচাস্থ নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্নালিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক ড. মো: আহসানুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মো: আহসানুল হক ছিলেন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান কৃতী শিক্ষক ও গবেষক। এদেশের মানুষের শিক্ষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, প্রগতিশীল আন্দোলনে সর্বোপরি স্বাধীকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন।'

উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

অধ্যাপক ড. মো: আহসানুল হক ১৯৩৩ সালের ৯ জুলাই পাবনা জেলার শাহজাদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫০ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৪র্থ স্থান এবং ১৯৫২ সালে প্রথম বিভাগে ১৩তম স্থান পেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৫৫ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগ থেকে বিএ অনার্স এবং ১৯৫৬ সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপক ড. মো: আহসানুল ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত চৌমুহনী কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৭-৬০ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি সিনিয়র প্রভাষক হিসেবে, ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত সহকারী অধ্যাপক পদে, ১৯৭২ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে এবং সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৬৩-৬৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের 'ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টল' থেকে থিসিসসহ এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের অন্তর্গত ইংরেজি বিভাগের অধীনে তিনি "T. S. Eliots Early Poetry in the Light of his own observations on it" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্বীকৃত জার্নালে তাঁর ৪০টিরও অধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অধ্যাপক ড. মো: আহসানুল হক ১৯৭০-৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষসহ প্রশাসনিক নানা কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। বিশেষত প্রাধ্যক্ষ, ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক আবদুল হালিমের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

গত ৩ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক মো. আবদুল হালিমের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে তাঁর জন্য দোয়া কামনা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য অধ্যাপক আবদুল হালিম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ণ ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

গ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে গ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রশাসনিক ভবনস্থ কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফল প্রকাশ করেন। এ সময় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন ও গ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম এবং অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শুক্রবার এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তিচ্ছু মোট ৪২ হাজার ১২৪জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪০ হাজার ২৩৪জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২ হাজার ২২১জন উত্তীর্ণ হয়েছে। গ-ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা রয়েছে ১ হাজার ২৫০টি। পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের admission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইটে জানা যাবে। তাছাড়া, যে কোন অপারেটরের মোবাইল ফোন থেকে উট GA <roll no> টাইপ করে ১৬৩২১ নম্বরে send করে ফিরতি

প্রযুক্তি হস্তান্তর

(১ম পৃষ্ঠার পর) দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশসহ সকল ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই অনন্য সফলতা অর্জন করেছেন। দেশে মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, সাক্ষরতার হার, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিনিয়োগ এবং রপ্তানি আয় বেড়েছে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী যেসব আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন মন্ত্রী তা তুলে ধরেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নয়ন এবং ব্যক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনী মেনুফেস্টুতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন বলেই দেশে তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প চালুর ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য উপাচার্য বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে

ড. আব্দুর রশিদের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আব্দুর রশিদ পুরকায়স্থ-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ড. আব্দুর রশিদ পুরকায়স্থ ছিলেন একজন কৃতী শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী বিভাগের প্রতিষ্ঠায় এবং ফার্মেসী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশ্ববিদ্যালয় স্মরণ রাখবে।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ড. আব্দুর রশিদ পুরকায়স্থ ১৯৩৫ সালে সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। উল্লেখ্য, ড. আব্দুর রশিদ পুরকায়স্থ গত ২ অক্টোবর ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। নিউ জার্সিতে ঐদিন বাদ জোহর নামাজে জানাজা শেষে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের প্রয়াত শিক্ষক ড. নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মরণে ২৬তম স্মারক বক্তৃতা গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে "লীলা নাগ ও তাঁর জীবন সাধনা" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মালেকা বেগম। বক্তৃতা অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ইফ্‌ফত আরা নাসরীন মজিদ। বক্তৃতানুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ইনস্টিটিউটের শিক্ষক রূপা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমিরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এ উপলক্ষে আয়োজিত বাংলা ভাষায় অধ্যয়নরত বিদেশী শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় 'ঢাকার যানজট' শীর্ষক ৫০০ শব্দের রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ী নিউজিল্যান্ড এর নাগরিক জ্যায়সন রিচি রাফসানকে উপাচার্য মেডেল পরিয়ে দেন এবং সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক ড. মালেকা বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী লীলা নাগের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গ এবং তার কৃতি ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিবৃত করেন। উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভূমিকা সর্বোপরি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক এবং নারী জাগরণের ইতিহাসে লীলা নাগের অনন্য সাধারণ ভূমিকার বিবরণ তুলে ধরেন। প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণায় লীলা নাগের যাপিত জীবনের সাধনা ছিল বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে নারী মুক্তির পথকে প্রশস্ত করা। মুক্তিযুদ্ধকালীন সম্পৃক্ত নারীকর্মী ও সংগঠকদের মধ্যে তিনি যেমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন, তেমনি অব্যাহতভাবে তাঁর চেতনা বাংলাদেশের নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দিয়েছে, দিয়েছে প্রেরণা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সভাপতির বক্তব্যে প্রয়াত শিক্ষক ড. নাজমা জেসমিন চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, গবেষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। প্রয়াত এই শিক্ষক নিজের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি উজ্জীবিত করেছেন। প্রতিবছর তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য উপাচার্য প্রয়াত শিক্ষক ড. নাজমা জেসমিন চৌধুরীর পরিবারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন- নারী মুক্তির ক্ষেত্রে লীলা নাগ যে ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন তা আমাদের সবসময় স্বরণ রাখতে হবে। লীলা নাগসহ অসংখ্য বিদুষী নারীর অবদান এবং আদর্শকে ধারণ করে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। তাঁদের মত ব্যক্তিত্বই মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

অংকন ও চিত্রায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্পকর্ম নিয়ে 'বার্ষিক প্রদর্শনী-২০১৬' গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারীতে উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

চারুকলা অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক শিল্পী রফিকুন নবী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিভাগের অধ্যাপক শিশির কুমার ভট্টাচার্য।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বর্তমানে আমরা একটি সংকটময় সময় পার করছি, যা নিরসনে শিল্পী সমাজের ভূমিকা রয়েছে। কারণ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলার চেয়ে একটি ছবি মানুষকে বেশি আকৃষ্ট করতে পারে। শিল্পী সমাজের সৃষ্টিশীল চিন্তা সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে, পথ দেখাবে। জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শিল্পীদের সোচ্চার হতে হবে। জঙ্গিবাদ নির্মূলে শিল্পী সমাজকে তাদের শিল্পচর্চা দিয়ে সমাজ, দেশ ও বিশ্বকে প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে নিতে হবে।

প্রদর্শনীতে বিভাগের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর সাম্প্রতিক শিল্পকর্মসমূহ স্থান পায়, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য ১০জনকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কৃত ছাত্র-ছাত্রীরা হলো- শেখ ফয়জুর রহমান (শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এ্যাওয়ার্ড), উজ্জান তশেরিং (শ্রেষ্ঠ মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড), শাইকাত সরকার (শহীদ শাহনেওয়া মেমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড), প্রসুন হালদার (শ্রেষ্ঠ মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড), মৃণাল বণিক (শ্রেষ্ঠ মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড), পূর্ণিয়া মৃত্তিকা (দেলওয়ার হোসাইন মেমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড), জয়ন্ত মণ্ডল (মাহবুবুল আমিন মেমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড), আফিয়া আবিদা সুলতানা (শ্রেষ্ঠ মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড), মো. ইমতিয়াজ ইসলাম (কাজী আবদুল বাসেত মেমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড এবং সুনন্দা রানী বর্মন (আনোয়ারু হক মোমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড।

প্রদর্শনী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ প্রতিদিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ফ্রান্স প্রতিনিধিদল

ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি অব ফ্রেন্সি-কমতে-এর সেন্টার ফর এ্যাপ্লাইড লিংগুস্টিকস্'র উপ-পরিচালক অধ্যাপক সায়েদ নরিন-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকাস্থ ফরাসী দূতাবাসের মিশন উপ-প্রধান জ্যঁ-পিয়ের পঁশে এবং এ্যালিয়াস ফ্রঁসেস-এর পরিচালক ব্রুনো প্ল্যাসে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ইফফত আরা নাসরীন মজিদ এবং সহকারী অধ্যাপক বিপুল চন্দ্র দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা কোর্সের সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় বাংলাদেশ এবং ফ্রান্সের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

জার্মান অধ্যাপক

জার্মানির হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ সায়েন্স অনুষদের আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. ফ্রাঙ্ক রিজবেক গত ২ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আব্দুস সালাম এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ওবায়দুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানির হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে সোলার ও উইন্ড এনার্জি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ ব্যাপারে ৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ঢাবি উপাচার্য দফতরে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই চুক্তির আওতায় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় এবং সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের সম্ভাব্যতা নিয়েও তাঁরা মতবিনিময় করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ ড. ইএম পান্নাহ গত ৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় ঢাবি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: হাসানুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নের ব্যাপারে আলোচনা করেন। এছাড়া, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্য পোষণ করেন।

জাইকা প্রতিনিধিদল

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) প্রধান প্রতিনিধি মিকিও হাতায়েদা-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন হিকোশি আরা এবং উজি ওয়াকাসুগি।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শরীফ আখতারুজ্জামান, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য, গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র মণ্ডলসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা জাইকার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "বাংলাদেশ-জাপান ইন্টারডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, জাপানের কিউশু ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

চীনা শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদল

চীনের কমিউনিকেশন ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক অধ্যয়ন বিভাগের ১৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদল গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

এ সময় অন্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ইফফত আরা নাসরীন মজিদ এবং কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা পরিচালক ড. ঝু মিংতং মিন্দি উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলা ভাষা শেখার জন্য চীনা শিক্ষার্থীরা বর্তমানে বাংলাদেশ সফর করছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চীনা শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দু' প্রতিবেশী দেশের নতুন প্রজন্মের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) প্রধান প্রতিনিধি মিকিও হাতায়েদা-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে।

ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি অব ফ্রেন্স-কমতে-এর সেন্টার ফর এ্যাপ্লাইড লিংগুস্টিকস্'র উপ-পরিচালক অধ্যাপক সায়েদ নরিন-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

জার্মানির হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ সায়েন্স অনুষদের আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. ফ্রাঙ্ক রিজবেক গত ২ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ ড. ইএম পান্নাহ গত ৪ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাবি এবং হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানির হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথভাবে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গত ৪ অক্টোবর ২০১৬ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং জার্মানির হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ সায়েন্স অনুষদের আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. ফ্রাঙ্ক রিজবেক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষি, সমাজবিজ্ঞান ও সৌরশক্তি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, চুক্তি অনুযায়ী উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় এবং সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য হামবোল্ড

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আব্দুস সালাম, শক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইফুল হক, ড. এস এম নাসিফ শামস্, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ওবায়দুল হক।

এই সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানির হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে অধ্যাপক ড. ফ্রাঙ্ক রিজবেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

'চ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে 'চ' ইউনিট-এর অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা (অঙ্কন) গত ১ অক্টোবর ২০১৬ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান চারুকলা অনুষদের বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন।

এম ফিল প্রোগ্রামে ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছে। রেজিস্ট্রারের অফিসের এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. শাখার ৩২৩ নং ও ৩২৫ নং কক্ষ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। এস.এস.সি থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পাশের মূল নম্বরপত্র এবং টাকা জমার ব্যাংক রশীদ দেখিয়ে প্রার্থীকে নির্ধারিত আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। আগামী ১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের অফিসে আগামী ৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সকল পরীক্ষার নম্বরপত্রের ফটোকপি, ৫শ' টাকা জমার ব্যাংক রশিদের ফটোকপি ও সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি ছবি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য প্রদান না করলে ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের চার বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা তিন বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ও এক বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দুই বছর মেয়াদী স্নাতক ও দুই বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ স্নাতক পর্যায়ে ১ বছরের শিক্ষকতা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১ বছরের চাকুরি অথবা স্বীকৃত মানের জার্নালে ১টি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে। প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় C.G.P.A. ৫ এর মধ্যে ৩.৫ অথবা C.G.P.A. ৪ এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে।

চীনের কমিউনিকেশন ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক অধ্যয়ন বিভাগের ১৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদল গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ফ্রেডরিক ইবার্ট স্টিফটাং-এর বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি ফ্রানজিসকা কর্ণ (Franziska Korn) গত ২ অক্টোবর ২০১৬ প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাঁধন, শামসুন নাহার হল ইউনিটের 'নবীন বরণ ও ডোনার সম্মাননা-২০১৬' হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন হল প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা এবং বাঁধন হল ইউনিটের উপদেষ্টা ও প্রিন্সিপ্যাল আবাসিক শিক্ষক শামীমা ফেরদৌস। বাঁধন হল ইউনিটের সভাপতি জান্নাতুল নাঈমা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাবি এবং বারডেম হাসপাতালের মধ্যে সমঝোতা স্মারক

যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগ এবং ঢাকা বারডেম জেনারেল হাসপাতালের মধ্যে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং বারডেম জেনারেল হাসপাতালের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড মো: ইমদাদুল হক, জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শরীফ আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. জেসমিন, বারডেম হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. আফসানা করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বারডেম জেনারেল হাসপাতাল সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বায়ো-ব্যাংক অব বাংলাদেশ (বিবিবি) প্রতিষ্ঠা করবে। রোগীর রোগনির্ণয়ের লক্ষ্যে উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ ব্যাপারে একে অপরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও তারা একযোগে কাজ করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষকদের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। ক্যান্সার, ডায়াবেটিসসহ নানা জটিল রোগের চিকিৎসা, রোগনির্ণয় ও প্রতিরোধে বায়ো-ব্যাংক অব বাংলাদেশ জাতীয় সম্পদ হিসাবে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বায়ো-ব্যাংকে মানব দেহের বিভিন্ন নমুনা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। বায়োমেডিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে বায়ো-ব্যাংক বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আশরাফ দৌলা স্মৃতি স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি বিভাগে "আশরাফ দৌলা স্মৃতি বৃত্তি" এবং "আশরাফ দৌলা স্মৃতি স্বর্ণপদক" প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়াত আশরাফ দৌলার পিতা এবং এসিআই ফাউন্ডেশন লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান আনিস-উদ-দৌলা ২০ লাখ টাকা এবং ১০ লাখ টাকার পৃথক দু'টি চেক গত ২ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ফার্মেসি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: সাইফুল ইসলাম, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক

শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: সেলিম রেজা, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আবদুর রশীদ, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আবদুর রহমান, এসিআই লিমিটেডের পরিচালক মিসেস নাজমা দৌলা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুস্মিতা আনিস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আরিফ দৌলাসহ দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি বিভাগের বি.ফার্ম ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ-প্রাপ্ত একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "আশরাফ দৌলা স্মৃতি স্বর্ণপদক" প্রদান করা হবে। এছাড়া, বিভাগের আরও ৪জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য প্রয়াত আশরাফ দৌলার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উল্লেখ্য, আশরাফ দৌলা ১৯৮৮ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী

ফাতেমা ইকবাল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ১৩জন শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হল মিলনায়তনে গত ২ অক্টোবর ২০১৬ "ফাতেমা ইকবাল ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তি" প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃত্তিপ্রাপ্তদের মাঝে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও ফাতেমা ইকবাল ট্রাস্ট ফান্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ও প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড.

মো. আখতারুজ্জামান। বক্তব্য প্রদান করেন কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল, শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ ও ট্রাস্ট ফান্ডের সদস্য-সচিব অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা। ফাতেমা ইকবাল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন সুলতানা ফেরদৌস আরা খানম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্ট ফান্ডের সদস্য প্রিন্সিপ্যাল আবাসিক শিক্ষক শামীমা ফেরদৌস, সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হলের খণ্ডকালীন আবাসিক শিক্ষক হোসনে আরা বেগম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনবৃন্দ, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, পরিচালক ও চেয়ারম্যানসহ হলের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক 'ফাতেমা ইকবাল ট্রাস্ট ফান্ড'-এর দাতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ফাতেমা ইকবালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর আদর্শনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা এবং দৃষ্টান্তপ্রতীম এই ব্যক্তিত্বকে জানার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিগত ৯৫ বছর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষাই আলো' স্পষ্টভাবে লেখা আছে। তোমরা শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হচ্ছ কি-না সেদিকটা লক্ষ্য রাখবে। যে বিষয়েই লেখাপড়া করছ সে বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে। তোমাদের ভেতরে প্রদীপ জ্বলছে কি-না সেই বিষয়টি শিক্ষকরা সবসময় অনুভব করছে। আজকে বৃত্তির মাধ্যমে তোমাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। তোমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে নিজেদের ভেতরকার মূল্যায়নকে ও মূল্যবোধকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা কিংবা শুধুমাত্র ডিগ্রী অর্জন নয়, মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশসহ তাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। সর্বোপরি দেশের প্রতি ভালোবাসা বজায় রাখতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে হবে। উপাচার্য মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে জানা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, পাঁচটি অনুষদে শামসুন নাহার হলের ১৩জন মেধাবী শিক্ষার্থী এ বছর এই বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন: কলা অনুষদ থেকে সিম্মী আক্তার রুবি (উর্দু বিভাগ), মোছা: মৌসুমি খাতুন (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ) এবং লিমা সাহা (দর্শন বিভাগ); সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে সানী আগ্নেস আরেং ও সালমা আক্তার সিমা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) এবং দীপিকা বিশ্বাস (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ); ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ থেকে লিপি আক্তার (ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ) এবং কান্তা ধর (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ); বিজ্ঞান অনুষদ থেকে সুরাইয়া আরফিন ত্বিষা (পরিসংখ্যান, প্রাণপরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগ), সাজিয়া আক্তার মারিয়া (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ) এবং সৈয়দা আইরিন আক্তার (গণিত বিভাগ); জীববিজ্ঞান অনুষদ থেকে ফারিন আহমেদ মীম (উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ) এবং সুরাইয়া সালমুন (মনোবিজ্ঞান বিভাগ)।

'ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন্টারভেনশন ইন মেন্টাল হেলথ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে গত ৪ অক্টোবর ২০১৬ ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে 'ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন্টারভেনশন ইন মেন্টাল হেলথ' (National Seminar on Clinical Social Work Intervention in Mental Health) শীর্ষক দিনব্যাপী এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষায়িত 'ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক মাস্টার্স প্রোগ্রাম' কর্তৃক আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল হামিদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ঝুনু শামসুন নাহার। 'ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রোগ্রাম'র কো-অর্ডিনেটর ড. মোহাম্মদ শাহীন খান-এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনার শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে শুভেচ্ছা উপহার দেওয়া হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা। মূল প্রবন্ধে তিনি মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষায়িত শিক্ষা কর্মসূচীর পরিচর্যা ও ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শাহানা নাসরিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শারীরিক সুস্থতার উপর নির্ভর করে মানসিক সুস্থতা এবং মানসিক সুস্থতার উপর নির্ভর করে সামাজিক সুস্থতা। সাম্প্রতিক সময়ে ছেলের হাতে বাবা খুন হওয়া ঘটনার প্রসঙ্গ উদ্বৃত করে তিনি বলেন, সামাজিক অসুস্থতা সৃষ্টিই হচ্ছে মানসিক অসুস্থতা থেকে, সমাজ কলুষিত হচ্ছে মানসিক সুস্থতা বিঘ্নিত হওয়ার কারণেই। সমাজ পরিবর্তন করতে হলে মানসিক সুস্থতা ও সংবেদনশীল মনন প্রয়োজন, যা মনকে প্রসারিত করবে, সৃষ্টি করবে উদার মানসিকতা। কল্যাণমুখী সমাজ সৃষ্টি করা ও কল্যাণমুখীন মন-মানসিকতা তৈরি করার প্রধান শর্ত হলো উদারতা। উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সমাজকে সুস্থতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

দিনব্যাপী উক্ত জাতীয় সেমিনারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও তিনটি বৈজ্ঞানিক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও প্রোগ্রাম পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া রহমান এবং 'ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক মাস্টার্স প্রোগ্রাম'-এর কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা।

সেমিনার উপলক্ষ্যে 'Inspire' শীর্ষক একটি স্মারক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডে-২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আখতার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫